যুগান্তর

তারিখ 27 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র চালু নিয়ে সরকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে

যুগান্তর রিপোর্ট

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে সরকার। অভিভাবকসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে প্রবর্তিতব্য এই পদ্ধতি সাময়িক স্থগিতের দাবি যত জোরালো হচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টির সিদ্ধান্ত নিয়ে তত বিলম্ব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার এই পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিভাবকদের মতামত জানতে চেয়েছে। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সারাদেশের অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতামত নেয়ার পর সরকার এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সূত্র জানায়, আগামী ১৫ এপ্রিলের মধ্যে এ ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

মঙ্গলবার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেলা ১১টায় একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিন দফা সময় পেছানোর পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) ওইদিন রাত ৯টার দিকে বৈঠক শুরু হয়। দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে বৈঠক। সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে অভিভাবকদের আন্দোলন, পদ্ধতিটি চালুর ব্যাপারে সরকারি আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি, প্রকল্পের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় আসে। সূত্র জানায়, উপস্থিত একাধিক সদস্য

দ্বিধাদ্বন্দ্বে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

দ্বিধাদ্বন্দ্বে : প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্য পদ্ধতিটি চালুর ব্যাপারে প্রস্তুতির অভাবের কথা উত্থাপন করেছেন। তবে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ড. মহিব উদ্দিন দ্বিমত পোষণ করেন। এ সময় তিনি প্রয়োজনে ডিউপার্ট সাপ্লাই এবং তা প্রকাশের কথা জানান। সবশেষে সারাদেশের জেলা প্রশাসকদের পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ডিসিরা স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।

আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, মাঠপর্যায়ের মতামতের ভিত্তিতেই মূলত সিদ্ধান্ত হবে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এর আগে সারাদেশের অভিভাবকদের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের মতামতও নেয়া হবে। এনসিটিবি আগামী ৩১ মার্চ জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

এখন পর্যন্ত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রে। অভিভাবকরা গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ২০০৯ সালে এটা চালুর সিদ্ধান্ত ছিল। সে অনুযায়ী গত বছর যারা নবম শ্রেণীতে ছিল, তাদের এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। তখন অভিভাবকরা স্থগিতের আন্দোলন করেন। সরকার বাস্তবতা চিন্তা করে তা বাতিল ঘোষণা করে।

পরে চলতি বছর যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছে, তাদের থেকে এই পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেয় সরকার। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতি চালুর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া শেষ হয়নি। আর নতুন পদ্ধতিতে বই প্রকাশও হয়নি। সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ লাখ ৩৪ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে এক লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

আন্দোলনরত অভিভাবকদের দাবি, পদ্ধতিটি অবশ্যই ভালো এবং আন্তর্জাতিকমানের। যেহেতু অনুশীলননির্ভর পরীক্ষা, তাই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পদ্ধতিটি চালু করলে ছাত্রছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে।

২০১০ সালের নতুন পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতিতে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের হবে : নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হবে ৪০ শতাংশ নম্বরের। পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও কম্পিউটার শিক্ষার মতো বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। তবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে ৩৫ নম্বরের। বাকি নম্বর ব্যবহারিকে থাকবে। আর কম্পিউটার শিক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ৩০ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে থাকবে ২৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। নৈর্ব্যক্তিকের নম্বর কমার পাশাপাশি উত্তরদানের সময়ও কমেছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য এক মিনিট করে প্রশ্নের মান অনুযায়ী সময় দেয়া হবে। যেসব বিষয়ের রচনামূলক পরীক্ষা ৬০ নম্বরের হবে, সেসব বিষয়ে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে। ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে ছয়টি। নয়টির মধ্যে ছয়টি এবং ছয়টির মধ্যে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।